মেরির স্বর্ণমূর্তি অভিযান

অনিল ভৌমিক

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

ছোট্ট দেশ কোস্টা রিকা। সে দেশের একমাত্র বন্দর-শহর পুন্তারেনাস। তখন রাত। বন্দরের জাহাজঘাটায় একটা ছোটো মালবাহী জাহাজ এসে লাগল। তবে সেই জাহাজ যাত্রীও নেয়। কয়েকজন যাত্রী জিনিসপত্র নিয়ে নামতে লাগল। যাত্রীদের মধ্যে ছিল গিসলার। গিসলারের রোদেপোড়া চেহারা। মুখে খোঁচা-খোঁচা লালচে দাড়ি-গোঁফ। বেশ রোগাটে। পরনে পুরোনো কোট-প্যান্ট। মাথায় রংচটা টুপি। গিসলার তীরে ওঠার সময় টুপিটা বাঁ হাতে টেনে প্রায় চোখ পর্যন্ত নামিয়ে দিল। ওর বাঁ হাতে চামড়ার ব্যাগ। ডান হাতে একটা বিবর্ণ চামড়ার সুটকেস। ও সতর্ক দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে শহরে ঢোকার রাস্তায় এল।

রাস্তার দু'পাশে আলোকোজ্জ্বল দোকানপাট। লোকজনের ভিড়। গিসলার একইভাবে চারদিকে দৃষ্টি রেখে এগিয়ে চলল। ঠিক সেই সময়েই লক্ষ করল, ফুটপাথের ধার ঘেঁষে একটা মোটর সাইকেল দাঁড় করানো। মোটর সাইকেলটা ঘিরে তিনজন লোক খুব সতর্ক চোখে জাহাজঘাটা থেকে যেসব যাত্রী আসছে তাদের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। গিসলার দুজনকে চিনল। গুন্ডা হুপারের লোক। বুঝল, এখনই ওকে ওরা চিনে ফেলবে। গিসলার একবার ভাবল, ছুটে এগিয়ে যাই। তা হলে ও সহজেই নজরে পড়ে যাবে। ও মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল।

তিনজন লোকের এই দেখে কেমন যেন সন্দেহ হল। এদের মধ্যে গাট্টাগোট্টা একজন গিসলারের কাছে এগিয়ে এল। গিসলারের টুপির তলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, "দেশলাই আছে?"

গিসলার মাথা নেড়ে এগিয়ে চলল। লোকটা হাত তুলে বন্ধুদের ইঙ্গিত করল। দুজনে গিসলারকে অনুসরণ করতে লাগল। মোটামতো তৃতীয় লোকটি

মোটর সাইকেলে উঠে ওদের পেছন পেছন ধীরে ধীরে আসতে লাগল। গিসলার বুঝল, ও ধরা পড়ে গেছে, গুন্ডাসরদার হুপারের লোকেরা ওকে চিনতে পেরেছে। এখানে আলো, লোকজনের ভিড়। এখানে ওরা কিছু করবে না। কিন্তু একটু নির্জন, একটু অন্ধকার জায়গা এলেই ও আক্রান্ত হবে। গিসলার মাথার টুপিটা চোখের ওপর থেকে উঠাল। এখন আর আত্মগোপনের চেষ্টা করে লাভ নেই। ও দু'পাশে একটা ট্যাক্সি খুঁজতে লাগল। ঠিক তখনই দেখল একটা খালি ট্যাক্সি শহরমুখো যাচ্ছে। গিসলার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝটকায় ডান হাত থেকে সুটকেসটা বাঁ হাতে নিল। তারপর দ্রুত ছুটে গিয়ে চলন্ত ট্যাক্সির পেছনের দরজাটা খুলে ফেলল। ব্যাগ, সুটকেস ছুঁড়ে ট্যাক্সির পেছনের সিটে ফেলল। তারপর ট্যাক্সির সঙ্গে ছুটতে ছুটতে উঠে পড়ল। ড্রাইভারকে বলল, "যত জোরে পারেন, চালান।" বলেই কোটের বুকপকেট থেকে একটা এক ডলারের নোট ড্রাইভারের চোখের সামনে মেলে ধরল। ড্রাইভার নোটটা বাঁ হাতে নিয়ে জোরে গাড়ি চালাল।

ওদিকে সেই মোটর সাইকেলের মোটামতো আরোহীও ট্যাক্সিটার পিছু নিল। তবে ট্যাক্সিটা ততক্ষণে অনেকটা এগিয়ে গেছে। এদিকের রাস্তাটাও তত ভিড় নেই। ট্যাক্সি মোটর সাইকেল দুটোই জোরে ছুটছে। ট্যাক্সিটা এ-রাস্তায় ও-রাস্তায় ঘুরে ঘুরে চলল। মোটর সাইকেলও পেছনে পেছনে ছুটে আসতে লাগল।

গিসলার শ্যেনদৃষ্টিতে সামনে তাকাল। দেখল, ডানদিকে প্রায় অন্ধকার একটা রাস্তার মোড়। গিসলার দ্রুত বলে উঠল, "ডানদিকে মোড়ের কাছে স্পিড কমান। আমি নেমে গেলে স্পিড বাড়াবেন।" ট্যাক্সি ড্রাইভার মাথা ওঠানামা করল। মোড়ের কাছাকাছি ট্যাক্সির স্পিড কমতেই গিসলার দেখল ডানদিকে দুটো ময়লা ফেলার জায়গা। ও টুপিটা খুলে সিটের ওপরে ফেলে রাখল। তারপর সুটকেস, ব্যাগ হাতে দরজা খুলে রাস্তায় নীচু হয়ে নেমে শুয়ে পড়ে দু'পাক খেল। তারপর আরও কয়েক পাক ঘুরে দ্রুত দুটো জঞ্জাল ফেলার ভ্যাটের মাঝখানে ঢুকে গেল। ট্যাক্সি ছুটল আগের গতিতে। পেছনে মোটর সাইকেল ট্যাক্সির গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেরিয়ে গেল। মোটর সাইকেল আরোহী এই কান্ড দেখতে পেল না।

প্রায় নির্জন রাস্তায় ময়লা ফেলবার জায়গার পাশে ধুলো, নোংরার মধ্যে গিসলার কিছুক্ষণ শুয়ে রইল। তারপর উঠল। হাঁটতে লাগল বিচ রোডের দিকে। ওর খুবই পরিচিত এই বন্দর-শহর। হাঁটতে গিয়ে বেশ ক্লান্তি বোধ করল। ব্যাগ সুটকেস হাতে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক হেঁটে ফিশারের বাড়ির সামনে এল। গিসলার তখন বেশ হাঁফিয়ে গেছে। নির্জন কোকোজ দ্বীপে একা একা দীর্ঘদিন কাটিয়েছে গিসলার। তাতেই শরীরের সহ্যক্ষমতা অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে। গিসলার তিন ধাপ সিঁড়ি উঠে ডোর-বেল বাজাল। বাড়ির ভেতরে সুরেলা শব্দ উঠল। ফিশার আর তার একমাত্র ছেলে জর্জ তখন খাবার টেবিলে রাতের খাবার খাচ্ছেন। ফিশার, রাজধানী সানজোসের ইউনিভার্সিটির প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। কোকোজ দ্বীপে গবেষণার কাজে বার কয়েক গিয়েছিলেন। গিসলারের বাড়িতে অতিথি হিসেবে ছিলেন। তখন থেকেই গিসলারের সঙ্গে তার পরিচয়। এখন ফিশার অবশ্য অবসর নিয়েছেন। বয়েসও হয়েছে। ছেলে জর্জ। সানজোসের সরকারি মহাফেজখানায় চাকরি করে। ফিশার এখানেই বাড়ি করে আছেন। জর্জের মা বেঁচে নেই। বাড়ির একজন পরিচারিকাই রান্নাবান্না সব দেখাশোনা করে। সে দোতলা থেকে নেমে এল। দরজা খুলে দিতেই গিসলার ব্যাগ, সুটকেস হাতে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল। তারপরই সুটকেস নামিয়ে রেখে দ্রুত দরজা বন্ধ করে দিল। পরিচারিকাটি নতুন কাজে লেগেছে। গিসলার বেশ কয়েক বছর আগে এসেছিল। কাজেই ওকে পরিচারিকাটির চেনার কথা নয়। ও অবাক হয়ে গিসলারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। গিসলার একটু হাঁফধরা গলায় বলল, "বলো তো গিসলার এসেছে।" পরিচারিকাটি বার কয়েক গিসলারের নোংরা পোশাকের দিকে তাকিয়ে চলে গেল। গিসলার হাতের ব্যাগ, সুটকেস মেঝেয় রাখল। তারপর অসহ্য ক্লান্তিতে দরজায় ঠেস দিয়ে বসে পড়ল।

পরিচারিকার কাজে খবর পেয়ে জর্জ খাবার ফেলে নেমে এল। দেখল, গিসলার দরজায় ঠেস দিয়ে বসে আছে। জর্জ গিসলারকে একবার দেখেছিল। অল্প বয়েস। এখন দেখল গিসলারের চেহারা খুব খারাপ হয়ে গেছে। কোট-প্যান্টে ধুলো, কাদা, নোংরায় মাখামাখি। জর্জকে দেখে গিসলার অল্প হাসল। বলল, "তোমার নাম জর্জ। তাই না?"

জর্জ হেসে মাথা ঝাঁকাল। বলল, "কিন্তু আপনার এই অবস্থা...মানে—"

গিসলার ডান হাতের চেটো উঁচু করল। বলল, "সব বলব। তুমি ব্যাগ আর সুটকেসটা ওপরে নিয়ে যাও। আমি এখন স্নান করব।"

"ঠিক আছে। ডানদিকে ওই যে বাথরুম।" জর্জ বলল।

"চিনি।" গিসলার আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। তারপর বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেল। জর্জ ব্যাগ, সুটকেস তুলে নিল। দোতলায় ব্যাগ, সুটকেস নিজের ঘরে

রেখে এল। বাবাকে সব বলল। ফিশার একটু আশ্চর্যই হলেন। কী হয়েছে গিসলারের? ফিশার, জর্জ দুজনেই খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে বসে রইলেন।

প্রায় আধঘণ্টা পরে গিসলার ওপরে উঠে এল। ফিশার বললেন, "গিসলার, কী ব্যাপার বলো তো!"

গিসলার একটু হাসল, বলল, "বলছি। তার আগে একটু খেয়ে নিই?"

ফিশার পরিচারিকাকে হাত নেড়ে ইঙ্গিত করলেন। গিসলার একটা চেয়ারে বসল। পরিচারিকা খাবার সাজিয়ে দিয়ে গেল। গিসলার খেতে খেতে ঢেকুর তুলে বলল, "অনেকদিন পর এত সুস্বাদু খাবার খেলাম।"

"এবার বলো তো কী ব্যাপার?" ফিশার বললেন।

গিসলার আস্তে আস্তে বলতে লাগল, "এখানকার বন্দর এলাকার পয়লা নম্বরের গুন্ডা হুপারের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন।"

ফিশার মুখে শব্দ করলেন, "হুঁ।"

জর্জ বলল, "ওই গুন্ডাটার নাম কে না জানে।"

গিসলার বলতে লাগল, "মাসখানেক আগের কথা। হুপার তার তিন সঙ্গী নিয়ে কোকোজ দ্বীপে হাজির। মেরি জানে, পুলিশের তাড়া খেয়ে ওখানে গা-ঢাকা দিতে গিয়েছিল কি না। একটা মালবাহী জাহাজ ওদের নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। আমি ওদের নৌকোয় চড়ে তীরের বালিয়াড়িতে নামতে দেখলাম। আমি একা। কাজেই আমার আপত্তি করবার উপায় নেই। ওরা উঠল আমার বাড়িতেই। দিন পাঁচেক খুব হুল্লোড় করে কাটাল ওরা। বনমুরগি, লালচে খরগোশ এসব শিকার করে, সমুদ্রে মাছ ধরে খুব আনন্দে রইল ওরা।"

গিসলার একটু থেমে বলতে লাগল, "হুপার বারবার আমাকে জিজ্ঞেস করে জানতে চাইল আমি ওখানে একা থাকি কেন? উত্তরে বললাম, শহরের ভিড়ের জীবন আমার ভালো লাগে না। তাই এখানে শান্ত পরিবেশে এসেছি। বিশ্রাম নিচ্ছি।" গিসলার থামল।

তারপর বলে চলল, "সেদিন গভীর রাত। তখনও ঘুম আসেনি। ভাবছিলাম, এতদিন চেষ্টা করেও গুপ্তধন আবিষ্কার করতে পারলাম না। এখন কী করব? কিটিংয়ের নকশাটা দেখবার ইচ্ছে হল। হাজারবার দেখেছি ওটা। কেমন অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল—মন খারাপ হলে নকশাটা বের করে দেখা। বিছানা থেকে উঠলাম। মোমবাতি জ্বেলে সুটকেস থেকে নকশাটার চামড়ার খাপ থেকে নকশাটা বের করলাম। তাই দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে সাতপাঁচ ভাবছি, হঠাৎ

খুট করে শব্দ হল পেছনে। দ্রুত মুখ ফেরালাম। দেখি, হুপার কখন উঠে এসেছে। আমার পেছনে দাঁড়িয়ে হাঁ করে নকশাটা দেখছে। আমি তাড়াতাড়ি নকশাটা খাপে ভরে ফেললাম। এটাই আমার সাঙ্ঘাতিক ভুল হল। হুপারের চোখে মুখে সন্দেহের ভাব ফুটে উঠল। ও বলল 'কিসের ছবি এটা?"

"এখানকার পাহাড়, সমুদ্রের ছবি।" বললাম।

"আপনি ছবি আঁকেন?" গ্রাহাম জানতে চাইল।

"হ্যাঁ, মাঝেমধ্যে।" বললাম।

"আপনার আঁকা আরও ছবি আছে?"

"আমি বেশ চমকে উঠলাম।" তাড়াতাড়ি বললাম, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার সুটেকেসে আছে।" বুঝলাম হুপারকে যতটা বোকা ভেবেছিলাম, ততটা বোকা নয়। ও হাত বাড়িয়ে বলল, 'দেখি ছবিটা।' ভেবে দেখলাম নকশাটা দিতে আপত্তি করলে ওর সন্দেহটা আরও বাড়বে। খাপ থেকে খুলে নকশাটা ওকে দিলাম। হুপার মোমবাতির আলোয় নকশাটা দেখতে দেখতে বলল, "উঁহু, এটা ঠিক ছবি নয়। পুরোনো একটা নকশার মতো মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঁ। অনেকদিন আগে এঁকেছি।" ঢোক গিলে বললাম। হুপার ফিরিয়ে দিল, কিন্তু ওর চোখে মুখে ফুটে ওঠা সন্দেহ ভাবটা মিলিয়ে গেল না।"

গিসলার থামল। গিসলারের খাওয়া হয়ে গেল। জর্জ আর ফিশারের খাওয়া আগেই হয়ে গিয়েছিল। তবু তিনজনেই বসে রইল। খাবার টেবিল ছেড়ে উঠল না। জর্জ বলল, "তারপর?"

গিসলার বলতে লাগল, "একদিন দুপুর নাগাদ ওরা মালপত্র নিয়ে তৈরি হয়ে সমুদ্রের ধারে গেল। আমার দুশ্চিন্তা দূর হল। যে ক-দিন ওরা ছিল, আমি বাড়ি থেকে বেরোইনি। এবার বেরোলাম নকশাটা নিয়ে। আবার নকশার রহস্য সমাধানের জন্য দ্বীপে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।"

গিসলার একটু থেমে তারপর আবার বলতে শুরু করল, "দিন সাতেক আগে বিকেলের দিকে দেখি একটা জাহাজ এসে দ্বীপের কাছে থামল। জাহাজের পাশে বাঁধা নৌকো নামানো হল জলে। চারজন উঠল সেই নৌকোয়। ডুবন্ত সূর্যের আলোয় হুপারকে চিনলাম। বুঝলাম, হুপার নিশ্চয়ই কোস্টা রিকা এসে আমার ব্যাপারে খোঁজখবর করেছে। আমার কোকোজ দ্বীপে আস্তানা গাড়ার কারণ কিটিংয়ের নকশা, সবই জেনেছে। এবার নকশাটা নিশ্চয়ই আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে। আমি দ্রুত পায়ে আমার বাড়ির দিকে ছুটলাম। একবার পেছন